মেহেরপুরে ক্রয়কৃত জমি দখল চেষ্টার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে ক্রয়কৃত জমির ফসল কর্তন, জমি দখলে বাঁধা প্রদান এবং হত্যার হুমকির অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার কদর ও তার সহযোগী জাইদুল ও ছাকাতের বিরুদ্ধে। যার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভূগী ইস্তাদুল হক।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ইস্তাদুল হক তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, মেহেরপুর কালেক্টরীর অধীন ১৯ নং দক্ষিণ শালিকা মৌজার অন্তর্গত আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক ও আরএস-৩১০৬ দাগের ৩২ শতক জমি আরএস- ৬৬০ খতিয়ানে এবং আরএস-৩০৭২ দাগে ২০ শতক আরএস- ৪৬০ নং খতিয়ানে জমির মালিক তাহাজ উদ্দিন সেখ। তাহাজ উদ্দিন সেখ মারা গেলে তার মেয়ে ছায়রা খাতুন, আমিরন নেছা ও ছেলে আক্তারুল ওয়ারিশ সূত্রে ওই জমির মালিক এবং দখলদার ছিলেন। অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হলে তাদের অংশের জমি বিক্রয় করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ শুরু করেন। ওই জমি ক্রয় করতে ইস্তাদুল হক আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে ২০১৪ সালের ২২ অক্টোবর ৫৯৫৬/১৪ নং রেজিষ্টি কবলা দলিল মূলে আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক জমির মধ্যে ১৬.৫০ শতক এবং আরএস ৩১০৬ দাগের ৩২ শতক জমির মধ্যে ১৩.৫০ শতক এবং আরএস ৩০৭২ দাগের ২০ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক মোট-৪০ শতক জমি ইস্তাদুল হক ক্রয় করেন। জমি ক্রয়ের পর থেকে দীর্ঘ ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইস্তাদুল হক ওই জমিতে বিভিন্ন ফসল চাষ-আবাদ করে আসছেন। বর্তমানে ওই জমিতে গম ও কলার আবাদও করেছেন ইস্তাদুল হক।

তবে দীর্ঘ বছর পর ক্রয়কৃত ওই জমি নিজেদের শরীক দাবি করে কদর আলী ও তার ভাড়াটিয়া জাইদুল এবং ছাকাত ওই জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জমি নিয়ে ইতিপূর্বে কদর আলী মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে ২০১৩ সালে একটি মামলা দায়ের করে। যার মামলা নং মেহেরপুর দেং- ৮৩/২০১৩। ২০১৭ সালের ২২ আগষ্ট চূড়ান্ত শুনানীতে মামলাটি খারিজ করে দেয় আদালত।

মামলাটি খারিজের পর ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর কিটনাশক স্প্রে করে গম এবং গত ৬ জানুয়ারি জমির সমস্ত কলা গাছ কেটে তছরুপও করে। এছাড়াও বর্তমানে প্রকাশ্যে ইস্তাদুল হককে হত্যা এবং জমি দখল করার হুমকি দিচ্ছে তারা। বর্তমানে ইস্তাদুল হকের দায়ের করা একটি মামলা সহকারী জজ আদালতে চলমান রয়েছে। যার মামলা নং মেহেরপুর দেং- ৩৩/২৬।

ইস্তাদুল হক বর্তমানে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন এবং তিনি প্রশাসনের নিকট সু-বিচার দাবি করেছেন।

মেহেরপুরে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে এক জমকালো র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বাদ আসর কোর্ট মোড় এলাকা থেকে শুরু হওয়া বর্ণাঢ্য র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মোড়ে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। র্যালিতে শিবিরের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক সাধারণ ছাত্র ও যুবক অংশগ্রহণ করেন, যা পুরো এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সমাবেশে বক্তারা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সংগঠনের আদর্শিক লড়াই-সংগ্রাম এবং দেশের ছাত্রসমাজের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার তুলে ধরেন। তারা বলেন, বিগত সময়ের নির্যাতন ও নিপীড়ন সত্ত্বেও শিবিরের নেতাকর্মীরা অটুট দৃঢ়তা ও ত্যাগের মাধ্যমে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করে তুলেছে। বক্তারা দেশের যুবসমাজকে ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশগঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

র্যালি ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী তাজউদ্দীন খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা শিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম, সেক্রেটারি সাইদুর ইসলাম, সাবেক সভাপতি সোহেল রানা ডলার, ইকবাল হুসাইন, শাকিল হোসেন সাব্বির, আবু সাঈদ সম্রাট, মেহেদী হাসান, সাখাওয়াত হোসেন, শহর সভাপতি আবু রায়হান, সেক্রেটারি হাসানুজ্জামান, গাংনী শিবির সভাপতি শিহাব ইসলাম, সেক্রেটারি আল জাবির মুজিব সভাপতি শিশির ইমরান, সেক্রেটারি রাসেল মাহমুদ, সদর পূর্ব সভাপতি আলমগীর হোসেন, সদর পশ্চিম সভাপতি হাবিবুর রহমান, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রশিবির সভাপতি কামরুল ইসলাম নাহিদসহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা শিবিরের নেতৃত্ব তাদের সাংগঠনিক শক্তি ও জনপ্রিয়তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। নেতারা জানান, আগামী দিনগুলোতে আরও ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রসমাজকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরের বুড়িপোতায় ধানের শীষের পক্ষে ছাত্রদলের লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর ২নং ওয়ার্ডে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে ধানের শীষের পক্ষে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক লিজন আলীর নেতৃত্বে এই লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসময় বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালান।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক লিজন আহম্মেদ, জজ কোর্টের সাবেক পিপি সাইদুর রাজ্জাক টোটন, সাবেক

ইউপি সদস্য আসেদ আলী, বকুল মাস্টার, ওয়াসিম, বিপুল রানা, সুফিয়ান, শ্রাবণ, রাব্বিসহ বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রদলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।

এ সময় বক্তারা বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধানের শীষের কোনো বিকল্প নেই। তারা আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে সবজির বাজার স্থিতিশীল, কাঁচা মরিচ ঊর্ধ্বমুখী

মেহেরপুর কাঁচাবাজারে গত সপ্তাহ ও এই সপ্তাহে সবজির দাম স্থিতিশীল। তবে কাঁচা মরিচের দাম একটু বাড়তি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

পাইকারি বাজারে আলু ১৫ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজের দাম কমে ২৫-৩০ টাকায়, রসুন মান অনুযায়ী ৩০ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত, কাচা মরিচ ৭৮ টাকা থেকে বেড়ে ৯৫ টাকা, আদা ১০ টাকা বেরে ১৪০ টাকা।

বেগুন ৩০ টাকা স্থিতিশীল, শিম ও মূলা ২০ ও ৪০ টাকায় স্থিতিশীল, পটল ১৩৫ টাকায় অপরিবর্তিত, টমেটো ও শশা ৩০ ও ৬০ টাকায় স্থিতিশীল, পেঁপে ২০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ২০ টাকা কেজি, বাধাকপি ১২ টাকা কেজি ও পালংশাক ১৫ কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

খুচরা বাজারে আলু ২০ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজের ৪০ টাকায়, রসুন মান অনুযায়ী ৪০ থেকে ৮০ টাকা পর্যন্ত, কাচা মরিচের দাম বেড়ে ১২০ টাকা, আদা ১৬০ টাকা।

বেগুন ৪০ টাকা, শিম ও মূলা ২০ ও ৪০ টাকায়, পটল ১৬০ টাকায়, টমেটো ও শশা ৪০ ও ৮০ টাকায়, পেঁপে ২৫ টাকায় স্থিতিশীল থেকে বিক্রি হয়েছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ৩০ টাকা কেজি, বাধাকপি ২০ টাকা কেজি ও পালংশাক ২০ কেজিতে স্থিতিশীল থেকে বিক্রি হচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার মাছের বাজার রুই ৩৫০টাকা, তেলাপিয়া ১৮০ টাকা, পাঙাস ১৫০ টাকা, সিলভার ১৮০ টাকা, জিওল ৩৫০ টাকা, ইলিশ ১০০০ টাকা, হরিনা চিংড়ী ৯০০ টাকা,গলদা চিংড়ী ৮০০ টাকা, দেশি চিংড়ী ১০০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে।

মুরগীর বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৮০, সোনালি মুরগি ২৮০ টাকা, লেয়ার মুরগি ২৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে৷ ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

তহ-বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ কাঁচাবাজার পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে। সব ধরনের সবজির দাম স্বাভাবিক রয়েছে। শুধু কাঁচা মরিচের দাম বেশি যার একমাত্র কারন এসময় আমাদের এলাকায় কাঁচা মরিচ হয় না আমদানি করতে হয়।

নির্বাচনকে সামনে রেখে কাঁচাবাজারে কোন প্রভাব পরেছে কিনা এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এই কয়দিন কোন প্রভাব পড়েনি আর সামনে প্রভাব পড়বে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের মেহেরপুর অত্যন্ত ছোট জেলা শুধু নির্বাচনের দিন কাঁচামাল আমদানি হয় না নির্বাচনের আগের দিন এবং পরের দিন স্বাভাবিকভাবে আমদানি হবে বলে আমি মনে করি। তাছাড়া নির্বাচন কেন্দ্রিক যদি কোন অঘটন ঘটে সেটা আলাদা ব্যাপার।

মেহেরপুরে দুটি ওয়ার্ডে মহিলা সমাবেশ

মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাসুদ অরুনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ৫নং ওয়ার্ডের চক্রপাড়া ও ৪ নং ওয়ার্ডের হঠাৎপাড়া মোড়ে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সায়েদাতুন্নেসা নয়ন, মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস।

এসময় ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন৷

আলমডাঙ্গা কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলমডাঙ্গা কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ মাঠে পুরস্কার বিতরণের সভায় সভাপতিত্ব করেন, কলেজের স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সহ-সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক খন্দকার শাহ আলম মন্টু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রুপালী ব্যাংকের ম্যানেজার মো আব্দুল খালেক, স্টান্ডাডার ব্যাংকেকর ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন, সাবেক মৎস্য অফিসার খন্দকার শহিদুর রহমান, ইমাম খতিব পরিষদের সভাপতি শেখ শাফায়েতুল ইসলাম হিরো, আলমডাঙ্গা নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মো আব্দুল্লাহ আল মামুন, আলমডাঙ্গা বিদ্যুৎ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী সঞ্জয় কুমার, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, অভিভাবক মুস্তাফিজুর রহমান।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন, কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ সিনিয়র সাংবাদিক জামসিদুল হক মুনি। সমগ্র অনুষ্ঠানের

সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন, বিশিষ্ট উপস্থাপক উপাধাক্ষ শামীম রেজা। ধারা বর্ণনায় ছিলেন, শাহানু সুলতান রুদ্র। অনুষ্ঠানে সহযোগিতায় ছিলেন, ইজাইফা রহমান কুঞ্জ, দিহান আলম, আবু দারদা। বর্ণাঢ্য আয়োজনে অভিভাবক, কোমলমতি শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে আনন্দমুখর পরিবেশে আলমডাঙ্গা কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দর্শনায় বিএনপির বিশাল মিছিল ও সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের রামনগর গ্রামে স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্যোগে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী বাবু খানের সমর্থনে বিশাল মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ টার সময় ৬ নং ওয়ার্ডের নির্বাচনী অফিস থেকে শুরু হয়ে দর্শনা পুরাতন বাজার মোড় ঘুরে একই স্থানে এসে মিছিলটি শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক দর্শনা পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি হাফিজুল আলম মোল্লা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদল চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম তরফদার সাবু, বিএনপি নেতা আজিজুল ইসলাম মন্ডল, নজরুল ইসলাম মন্ডল, ভিপি হারুন, লুৎফর রহমান, নজির আহমেদ, রেজাউল ইসলাম, শওকত আলী লিটন, দর্শনা পৌর যুবদলের সহ-সাধারন সম্পাদক জাহান আলী, আবু সাঈদ, মুকুল হোসেন, সোহেল তরফদার, মজিবার রহমান, উথান আহমেদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের দর্শনা থানা শাখার সহ-সাধারন সম্পাদক মোরশেদুর রহমান লিঙ্কন, যুবদল নেতা আবদুল্লাহ আল মামুন, মুক্তার, বানচা মন্ডল, লিটন দাস, পলাশ কুমার দাস, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ। সবশেষে মেমনগর বিডি হাইস্কুল চত্ত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

চলতি মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দর্শনা চিনিকল

আখেরী হুইসেল বাজিয়ে ১০২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কেরুজ আধুনিক চিনিকল একের পর এক যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চলতি ২০২৫-২৬ আখ মাড়াই মৌসুম নির্ধারিত সময়ের ৯ দিন আগেই বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার আখেরী হুইসেল বাজিয়ে সকাল ১০ টার” দিকে এ মৌসুমের আখ মাড়াইয়ের ইতি টানা হয়। দিনের পর দিন মাড়াই বন্ধ থাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারী, আখচাষি ও পরিবহন চালকদের চরম ভোগান্তির মধ্য দিয়ে ২০২৫-২৬ মাড়াই মরসুম শেষ হলো। এতে চিনিকল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত বছরের ৫ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কেরুজ চিনিকলের ২০২৫-২৬ আখ, মাড়াই মরসুমের উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫ হাজার ৫৬২ একর জমিতে আখচাষ হয়। এর মধ্যে কৃষকের জমি ৩ হাজার ৯৩৫ একর এবং কেরুর বাণিজ্যিক খামারের নিজস্ব জমি এক হাজার ৬২৫ একর।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬৯ মাড়াই দিবসে ৭৬ হাজার মেট্রিকটন আখ মাড়াই করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। দৈনিক গড় মাড়াই হার ধরা হয় এক হাজার ১৫০ মেট্রিকটন। চিনি আহরণের গড় হার নির্ধারিত ছিলো ৫ দশমিক ৬ শতাংশ এবং চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৪ হাজার ২৫৬ মেট্রিকটন।

মৌসুমের শুরুতে আধুনিকায়নকৃত (বিএমআরই) কারখানায় আখ মাড়াই শুরু করার কথা থাকলেও সব প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়ায় পুরোনো কারখানায় মাড়াই কার্যক্রম শুরু হয়। ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরোনো মিলে বিরতিহীনভাবে আখ মাড়াই চললেও ৩১ ডিসেম্বর পরিষ্কারের জন্য মিল বন্ধ রাখা হয়।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশদের নির্দেশে ১ জানুয়ারি থেকে আধুনিকায়নকৃত কারখানায় মাড়াই শুরু হলে ভোগান্তিতে পড়তে হয়

মিল কতৃপক্ষ ও চাষিদের । একের পর এক যান্ত্রিক ত্রুটিতে ঘণ্টার পর ঘন্টা

বন্ধ থাকায় মিলের কর্মকর্তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এতে আখ নিয়ে চাষিসহ পাওয়ারট্রলি চালকদের ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয় এবং একাধিকবার বিক্ষোভের পরিস্থিতি সামাল দিয়ে আবার পুরানো মিল দিয়ে আখ মাড়াই শুরু করে। এসময় কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি ছাড়াই মাড়াই সম্পন্ন হয়। এরপর ১৬ জানুয়ারি থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুনরায় আধুনিকায়নকৃত কারখানায় মাড়াই চললেও সেখানেও মাঝে মধ্যে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। চিনিকল কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, নির্ধারিত মাড়াই দিবসের পরিবর্তে মাত্র ৫৮ কার্য দিরসে কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা পর্যন্ত মোট ৬৫ হাজার ১ মেট্রিকটন আখ মাড়াই লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ১১ হাজার মেট্রিকটন কম।

এছাড়া চলতি মৌসুমের চিনি উৎপাদন হতে পারে প্রায় ৩ হাজার ৪০০ মেট্রিকটন, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় সাড়ে ৮শ মেট্রিকটন কম। যদিও চিনি আহরণের গড় হার খুব বেশি কমেনি। কখনো কখনো তা বেড়েও গেছে। হিসাব অনুযায়ী আহরণের হার ছিল ৫ দশমিক ৪১ থেকে ৫ দশমিক ৯০ শতাংশ পর্যন্ত। তবে দৈনিক গড় মাড়াই হার লক্ষ্যমাত্রার এক হাজার ১৫০ এর মেট্রিকটনের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৪২ মেট্রিকটনে।

সূত্র জানায়, ১০২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আধুনিক চিনিকলে মোট ২৭ দিন – বা ৬৪০ ঘণ্টা আখ মাড়াইয়ের সুযোগ থাকলেও এর মধ্যে ১৭৩ ঘণ্টা নানা এ যান্ত্রিক ত্রুটি ও জটিলতায় মাড়াই বন্ধ ছিল।

চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা চলতি অর্থবছরে লোকসান কমিয়ে – মিলকে লাভজনক করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কৃষকদের আখচাষে উদ্বুদ্ধ করা, উচ্চ ফলনশীল জাত ও আধুনিক পদ্ধতিতে আখচাষে আগ্রহ সৃষ্টি এবং সহজ শর্তে প্রণোদনা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

তবে যান্ত্রিক বিপর্যয়ের কারণে এসব উদ্যোগ প্রত্যাশিত ফল বয়ে আনতে – পারেনি। সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা, গত – অর্থবছরের তুলনায় চলতি বছর – কেরুজ চিনিকলের লোকসানের বোঝা আরও বাড়তে পারে। এ বিষয়ে কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, এবার আখ মাড়াই হয়েছে ৬৫ হাজার ৪৭০ মেট্রিক টন।তবে আগামীতে আরও বেশিদিন মিল চলবে বলে আশা করছি।

আলমডাঙ্গায় নিরাপদ সড়কের

প্রত্যাশায় বিভিন্ন সড়কে

ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন নিয়ন্ত্রণে চলাচলের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ডাউকি, জামজামি, আইলহাস, নাগদাহ, খাসকররা ইউনিয়নে এই ভ্রাম্যমাণ আদালতে মোট ৫ জনের কাছে ৫১০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আর নিরাপদ সড়কে মানুষের চলাচলে জন্য এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা থানা ও বিজিবি’র যৌথ বাহিনীর মাধ্যমে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার ভূমি এ এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী। তিনি বলেন, বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে জীবনকে যেমন ঝুকিতে ফেলে দেয় তেমনিভাবে অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি চালানো আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। জনস্বার্থে এই রকম অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দর্শনায় বিভিন্ন সংগঠন থেকে ৫০ জনের জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

দর্শনার নেহালপুর, কুড়ালগাছি, প্রতাপপুর, আমডাঙ্গা ১নং ওয়ার্ডে ও নেহালপুর ইউনিয়নে পথসভায় এ যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ১১দলীয় জোটের এমপি প্রার্থী জনাব মোঃ রুহুল আমিন।

তিনি বলেন, দেশের তরুণ সমাজই ভবিষ্যৎ শক্তি। কিন্তু সঠিক দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও ন্যায়ভিত্তিক সুযোগের অভাবে বহু শিক্ষিত যুবক আজ বেকার। জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় এলে কারিগরি, আইটি, শিল্প ও উদ্যোক্তা খাতে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে যুবকদের দক্ষ করে তোলা হবে।

তিনি আরও বলেন, চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ, তদবির ও রাজনৈতিক পরিচয়ের সংস্কৃতি বন্ধ করে সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। এতে করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

এদিকে নেহালপুরে পথসভায় অনুষ্ঠান পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন থেকে ৫০জন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করছেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচন পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এডভোকেট শাহজাহান কবির, শরীক দলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, এবি পার্টির জেলা সভাপতি মোঃ আলমগীর হোসেন, এনসিপি’র আহ্বায়ক খাজা আমিরুল বাশার বিপ্লব। এছাড়াও কুলগাছি ইউনিয়নের সাদিকুল সহ অসংখ্য নেতাকর্মীরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।